বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩১ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২০

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট

প্রতিমা পাল-মজুমদার*

১। ভূমিকা

নারীর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর একটি বিশেষ লক্ষ্য। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG) দলিলেরও একটি অন্যতম লক্ষ্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। দেশের নারীগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের **একটি অতি জরুরি উৎপাদক** নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হলেই কেবল একজন নারী দেশের নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এরূপ অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন নারী কার্যকরভাবে তুলে ধরতে পারবেন নারীগোষ্ঠীর সুবিধা, অসুবিধা, নারীর প্রয়োজন, দাবী, নারীর মধ্যে লুক্কায়িত সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলো যা প্রতিফলিত হবে জাতীয় বাজেটে এবং ফলশ্রুতিতে দেশের জাতীয় বাজেট হবে জেন্ডার সংবেদনশীল যা নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার।

গত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে আসছে। ইতোমধ্যে এই বিষয়ের উপর বেশ কিছু গবেষণা এবং আলোচনাও হয়েছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) সর্বপ্রথম নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত PLAGE প্রকল্পের আওতায় এই বিষয়টির উপর গবেষণা আরম্ভ করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংগঠন যেমন বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (BNPS), Steps Towards Development, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বাজেটে নারীর অংশ নির্ণয় এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেছে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে জাতীয় বাজেট থেকে নারীর কি চাওয়া-পাওয়া সে বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের পরামর্শ প্রদান করেছে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা, সেমিনার, আলোচনা এবং প্রদান করার পরেও আমাদের জাতীয় বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জনের পথে এগিয়েছে অতি সামান্যই। এর পেছনে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অভাব। দেখা গেছে, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অভাবে নারী যথেষ্টভাবে দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণ করতে পারে না। আর এই কারণে এখানে নারীর সুবিধা, অসুবিধা, নারীর প্রয়োজন, নারীর দাবী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় খুব সামান্যই। সংসদের বাজেট অধিবেশনে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা নারীর জন্য বরাদ্দকৃত উন্নয়ন অর্থ নিয়ে কোনো বিতর্ক করেন না। নারীর উন্নয়নের উপর বিভিন্ন করের কি প্রতিক্রিয়া পরবে সে সম্বন্ধেও আলোচনা হয় না মহান সংসদে। যার ফলে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে।

---

* অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস।

অবশ্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন এবং জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জন, এই দুটি বিষয় ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জিত না হলে যথেষ্টভাবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জনও সম্ভব নয় যেহেতু কেবল জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের মাধ্যমেই নারী রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সহজভাবে পেতে পারে। এই পরস্পর নির্ভরশীল সম্পর্কটি তুলে ধরাই বর্তমান নিবন্ধটির মুখ্য উদ্দেশ্য। তাছাড়া নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি সে বিষয়ে সুপারিশ করার প্রয়াস থাকবে বর্তমান নিবন্ধটিতে।

২। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের মধ্যে সম্পর্ক

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন যেমন জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, তেমনি জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জন না হলে যথার্থভাবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব হয় না। অথচ এই সত্যটি উপলব্ধ হয়েছে অতি সামান্যই। এমনকি যারা গত প্রায় এক দশক ধরে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের দাবী করে আসছেন তারাও এই সত্যটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। তারা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দকৃত অতি নগণ্য পরিমাণ অংশটি তুলে ধরে নীতিনির্ধারকদের সচেতন করার বিষয়টিকে। কিন্তু নীতিনির্ধারকদের মধ্যে যদি নারী অবর্তমান থাকেন কিংবা তাদের মধ্যে যদি নারীর অংশ নগণ্য হয় তাহলে এই কৌশল কার্যকর হবে সামান্যই। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা একজন নারী নীতিনির্ধারক যতটা স্বাভাবিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন একজন পুরুষ নীতিনির্ধারক ততটা উপলব্ধি করতে না পারারই কথা।

যেসব দেশে এ পর্যন্ত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণীত হয়েছে সেসব দেশের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়, যতদিন পর্যন্ত না নারী নীতিনির্ধারকগণ একটি *শক্তিশালী* সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন ততদিন পর্যন্ত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণীত হয়নি। এই দেশগুলোর প্রত্যেকটিতেই যেমন, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের দাবীটি উত্থিত হয়েছে নারী নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে। নারী নীতিনির্ধারকগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, একটি দেশের জাতীয় বাজেট হচ্ছে সে দেশের জনগণের অধিকার অর্জনের একটি শক্তিশালি হাতিয়ার। আর এই হাতিয়ারটি যদি জেন্ডার সংবেদনশীল না হয় তাহলে নারী তাদের অধিকার অর্জনের পথে অনেক পিছিয়ে থাকবেন। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা, ভারত, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশেও নারী নীতিনির্ধারকগণ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বিশ্লেষণ এবং প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি আরম্ভ করেছেন। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পার্লামেন্টে নারী সংসদ সদস্যরাই নারীর চাহিদাগুলো পার্লামেন্টে তুলে ধরছেন। তাদেরই তৎপরতায় সেখানে একটি Parliamentary Committee on Empowerment of Women হয়েছে। এই কমিটিই আজ সেখানে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এই কমিটির চেয়ারপারসন মারগারেট আলভা ছিলেন ইউনিয়ন পর্যায়ে একজন মন্ত্রী যার রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। এভাবেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের একটি পূর্বশর্ত।

সম্প্রতিকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাগণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যার ফলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে (MoWCA) Parliamentary Standing Committee সৃষ্টি করা হয়েছে যার একটি প্রধান কাজ হলো নারীর বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করা এবং সেইমতে বাজেটীয় পদক্ষেপ সুপারিশ করা। তাছাড়া দেশের প্রধানমন্ত্রীকে শীর্ষে রেখে National Council for Women's Development (NCWD) শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে যার প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নারী উন্নয়ন সম্বন্ধীয় কর্মকান্ডের মূল্যায়ন এবং তদারক করা। তাছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতি তৈরি প্রণয়নের জন্যও এই কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৩। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ব্যাপ্তি

বাংলাদেশের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের রূপ ভিন্ন। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের তিনটি স্তর। সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ। তার আগের স্তরে রয়েছে যথাক্রমে উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভা। এই তিনটি স্তরেই নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরেই নারীর জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ আইনের মাধ্যমে নারীরা সর্বপ্রথম সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন পাওয়ার পরিবর্তে নির্বাচন করার সুযোগ পান। একই সঙ্গে তারা পৌরসভার সংরক্ষিত আসনেও নির্বাচন করার সুযোগ পান। ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ পুন:স্থাপিত হওয়ার পর এই পরিষদের সংরক্ষিত আসনেও নারীরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। আজ এই তিন স্তরে ১৪ হাজার নির্বাচিত নারী সদস্য রয়েছেন।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন হতে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সারণি ১-এ। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে, গত ৪০ বছরে জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৩-১৯৭৫ সময়কাল পর্যন্ত সংসদে মোট সদস্যের মধ্যে নারী প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ৪.৮ শতাংশ, ২০০৯-২০১৩ সময়কালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮.৬ শতাংশে। কিন্তু তার পরেও সংসদের আলোচনাগুলোতে নারীর প্রয়োজনগুলো স্থান পেয়েছে অতি সামান্যই। এই অবস্থার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের সিংহভাগটি এসেছে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনগুলো হতে। সেই ১৯৭৫ সাল হতে (যে সাল হতে মেয়েদের আসন সংরক্ষিত হয়েছে) সংরক্ষিত আসনে ৩০ জন করে নারী সদস্য মনোনীত হয়ে আসছেন সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। সম্প্রতিকালে এই সংখ্যা ৫০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। সারণি ১ হতে দেখা যাচ্ছে, ২০০৯-২০১৩ সংসদে নারী সদস্যদের মোট সংখ্যা ৬৯। তারমধ্যে ৫০ জনই মনোনীত, যারা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেননি। যে রাজনৈতিক দলটি সরকার গঠন করে প্রধানত সেই দলের পছন্দের নারীদেরকে মনোনীত করে সংসদে নিয়ে আসা হয়।

সারণি ১

বিভিন্ন সময়কালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা

সংসদ এবং সংসদের সময়কাল	সংরক্ষিত আসনে মনোনীত সংসদ-সদস্য	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নারী সংসদ-সদস্য	মোট নারী সংসদ-সদস্য	মোট নারী সংসদ-সদস্যদের মধ্যে নির্বাচিত নারী সংসদ-সদস্যদের অংশ	মোট সংসদ-সদস্যদের মধ্যে নারী সংসদ-সদস্যদের অংশ
প্রথম সংসদ (১৯৭৩-৭৫)	১৫	-	১৫	০.০	৪.৮
দ্বিতীয় সংসদ (১৯৭৯-৮২)	৩০	২	৩২	৬.৩	৯.৭
তৃতীয় সংসদ (১৯৮৬-৮৭)	৩০	৫	৩৫	১৪.৩	১০.৬
চতুর্থ সংসদ (১৯৮৮-৯০)	-	৪	৪	১০০.০	১.৩
পঞ্চম সংসদ (১৯৯১-৯৫)	৩০	৪	৩৪	১১.৮	১০.৩
ষষ্ঠ সংসদ (১৯৯৬-৯৬)	৩০	৩	৩৩	৯.১	১০.০
সপ্তম সংসদ (১৯৯৬-০১)	৩০	৮	৩৮	২১.১	১১.৫
অষ্টম সংসদ (২০০১-০৬)	৪৫	৭	৫২	১৩.৫	১৫.১
নবম সংসদ (২০০৯-)	৫০	১৯	৬৯	২৭.৫	১৮.৬

উৎস: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সেক্রেটারিয়েট।

বাংলাদেশের নারীরা তাদের ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছেন। এই ক্ষমতায়নের একটি প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ভোটার সংখ্যায়। আজ পুরুষের সমান সংখ্যায় নারীরা তাদের ভোট প্রদান করছেন তাদের নিজেদেরই পছন্দের প্রার্থীকে। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের নবম সংসদীয় নির্বাচনে নারীরা পুরুষের চাইতে বেশি সংখ্যায় তাদের ভোট প্রদান করেছিল। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সেক্রেটারিয়েট হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পুরুষের চাইতে ১৪,১৩,৬০০ জন নারী ভোটার বেশি ছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর মিছিল ও সভাগুলোতেও তাদের উপস্থিতি দৃশ্যমান ছিল। প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালাতেও তাদেরকে দেখা গেছে। অবশ্য, রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ লাভ করা কিংবা নির্বাচনে লড়বার জন্য দলের প্রার্থিতা লাভ করার ব্যাপারে তারা অতি সামান্য ক্ষমতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মোট ৫২ জন নারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন, যারা মোট মনোনয়ন প্রাপ্তদের মাত্র ৫.৭ শতাংশ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দানের চিত্রটি সারণি ২-এ তুলে ধরা হয়েছে। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, যে দুটি দল সবচাইতে বেশি সময় রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে, সে দুটি দলও বেশি সংখ্যায় নারীকে মনোনয়ন দেয়নি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সবচাইতে পুরানো রাজনৈতিক দল। এই দলের জন্মলগ্ন থেকেই নারীরা সম্পৃক্ত আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দলের নারীদের অবদান নথিভুক্ত আছে। তারপরেও তাদের মোট মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ৭.৩৪ শতাংশ ক্ষেত্রে নারীকে মনোনয়ন দিয়েছে। বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি উদার ও প্রগতিবাদী দল হিসেবে পরিচিত। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে, এই পার্টিও নারীকে মনোনয়ন দিতে কার্পণ্য করেছে। এখানে এটা স্পষ্ট যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন না করার পেছনে নারীকে মনোনয়ন প্রদানে রাজনৈতিক দলগুলোর অনীহা একটি বড় কারণ। তবে সারণি ২ হতে একটি লক্ষনীয় বিষয় হলো ৭ জন নারীর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার তথ্যটি। এই তথ্যটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করছে, নারীকে অবলা হিসেবে যে সমাজ চিহ্নিত করে সে সমাজে অনেক নারী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

সারণি ২

২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিভিন্ন দল কর্তৃক মনোনীত নারী প্রার্থীর সংখ্যা

রাজনৈতিক দলের নাম	মনোনীত প্রার্থীর মোট সংখ্যা	মনোনীত নারী প্রার্থীর সংখ্যা	মোট মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে নারীর অংশ
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৫৯	১৯	৭.৩৪
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২৫৬	১৩	৫.৮৬
জাতীয় পার্টি	৪৬	৩	৬.৫৩
জাতীয় আওয়ামী পার্টি	৫	১	২০.০
বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি	৩৭	২	৫.৪১
অন্যান্য রাজনৈতিক দল	২৮৯	১৪	৪.৮৪
স্বতন্ত্র	১৪১	৭	৪.৯৬
মোট সংখ্যা	৯৯৬	৫৭	৫.৭২

উৎস: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সেক্রেটারিয়েট।

নারীকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিচার বিভাগ, সেনাবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং কূটনৈতিক বিভাগে ৩০ শতাংশ পদ নারীর জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত নারীরা এই সংরক্ষিত পদগুলো পুরোপুরি পূরণ করতে পারেননি। দেখা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও মন্ত্রণালয়গুলোতে অতি নগণ্য সংখ্যক নারী রয়েছেন। কয়েকটি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের মোট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে নারীর শতকরা অংশ তুলে ধরা হয়েছে সারণি ৩ এ। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে নারীরা তাদের সংরক্ষিত পদ পূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। তবে সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে, কেবল কর্মচারী শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত পদগুলো অনেকাংশে পূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন নারীরা। তবে কর্মকর্তা শ্রেণির মধ্যে এখনও তারা তাদের সংরক্ষিত অংশ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কৃষি মন্ত্রণালয়েও নারীরা তাদের সংরক্ষিত পদ পূরণে অনেক পিছিয়ে আছেন। অথচ আবহমানকাল থেকে কৃষি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপক এবং গত দুই দশকে এই ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে।

সারণি ৩

কয়েকটি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নারীর শতকরা অংশ, অর্থবছর ২০১১-১৩ এবং ২০১২-১৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নারীর অংশ (%)			
	অর্থবছর ২০১১-১২		অর্থবছর ২০১২-১৩	
	কর্মচারী	কর্মকর্তা	কর্মচারী	কর্মকর্তা
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩৫.৭	২৪.২	৩৭.৮	২৬.৪
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৫.৭	২৫.৩	২৬.০	২৬.৬
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	৪০.৭	২২.৫	৪১.০	২৫.৯
কৃষি মন্ত্রণালয়	১০.৮	৫.৭	১২.৪	৬.০
আইন ও বিচার বিভাগ	১০.০		১২.২	
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২২.৭	১৫.৯	২০.০	১৬.৫

উৎস: জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৪। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ব্যাপ্তি এবং জাতীয় বাজেট হতে নারীর প্রাপ্তি

পূর্ববর্তী আলোচনা হতে প্রকাশ পেয়েছে, অতি ধীরে হলেও গত তিন দশকে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ক্ষমতায়ন থেকে বাংলাদেশের নারীগোষ্ঠীর প্রাপ্তি হিসাব করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে প্রবন্ধটির এই অংশে। গত কয়েক বছরের জাতীয় বাজেটে নারীর অংশের পরিমাণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারীবান্ধব কী কী রাজস্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ইত্যাদি বিবেচনায় গ্রহণ করে এই প্রাপ্তি হিসাব করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সারণি ৪-এ ২০০০-০১ এবং ২০১৩/১৪ অর্থবছরে উন্নয়ন বরাদ্দে নারীর অংশের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে গত ১৪ বছর সময়ে কেবল নারীকে লক্ষ্যভূত করে যে উন্নয়ন বরাদ্দ করা হয়েছে তার অংশ মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ২.৪৫ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ১.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই সময়কালে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ গ্রহণের বিবেচনায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে মাত্র ৭ জন নারী সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে ১৯ জন নারী সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হয়েছেন। মনোনীত নারী সদস্যের সংখ্যাও ৩০ থেকে ৫০ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯-২০১৩ সময়কালে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আরও চারটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হয়েছেন নারী। জাতীয় সংসদে একজন নারী হুইপও মনোনীত হন। বর্তমান জাতীয় সংসদে স্পিকার পদটিও নারী অধিকার করে নিয়েছেন। প্রধান বিরোধী দলের নেত্রীও একজন নারী। এখানে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন চলে আসে যে, নারীর এতো বিশাল রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরেও কেন জাতীয় বাজেটে কেবল নারীর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে না? এই প্রশ্নের একটি সহজ উত্তর হলো, সংসদে নারী প্রতিনিধিদের সিংহভাগই হচ্ছেন মনোনীত সদস্য (সারণি ২)। মনোনীত সংসদ সদস্যরা অতি সামান্যই নারীর সুবিধা, অসুবিধাগুলো কিংবা নারীর চাহিদাগুলো সংসদে তুলে ধরতে পেরেছেন। মনোনীত নারী সংসদ সদস্যদের তৃণমূল নারীর সঙ্গে অতি সামান্যই যোগাযোগ আছে বিধায় তারা এই দায়িত্বটি পালন করতে পারেননি। যার ফলে তারা জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে পারেননি।

সারণি ৪

২০০০-০১ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উন্নয়ন বরাদ্দে নারীর অংশের একটি তুলনামূলক চিত্র

অর্থবছর	জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিচারে উন্নয়ন বরাদ্দের প্রকৃতি			
	মোট	জেন্ডার অন্ধ উন্নয়ন বরাদ্দ (শতাংশ)	জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন বরাদ্দ (শতাংশ)	কেবল নারীলক্ষভূত উন্নয়ন বরাদ্দ (শতাংশ)
২০০০-০১	১০০.০০	৬১.৪৮	৩৬.০৭	২.৪৫
২০১৩-১৪	১০০.০০	৫০.৮	৪৭.৬	১.৭

উৎস: Annual Development Program 2001/02-2013/14, Planning Commission, GOB।

অবশ্য স্থানীয় সরকারের তিন স্তরে সংরক্ষিত আসনে নারীরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার কারণে জনগণের প্রতি এই তিন স্তরের সরকারের নারী সদস্যদের দায়বদ্ধতাও সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে আশা করা হয়েছে, স্থানীয় সরকারের নারী সদস্যরা তাদের অঞ্চলের নারীদের সুবিধা অসুবিধাগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। দেখা গেছে, মনোনীত নারী সদস্যদের মতোই নির্বাচিত নারী সদস্যরাও কেবল নামে ও সংখ্যাতেই

স্থানীয় সরকারের অংশ হয়ে রয়েছেন। তাদের অঞ্চলের নারীদের সুবিধা অসুবিধাগুলো স্থানীয় সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য তারা কোনো ক্ষমতাই অর্জন করতে পারেননি। তাদের এই অদক্ষতার জন্য স্থানীয় সরকারের কাঠামোগত বেশকিছু দুর্বলতা দায়ী হলেও নারীর নেতৃত্ব-দুর্বলতাও অনেকাংশে দায়ী। নারী-নেতৃত্ব সবল হতে পারেনি নারী-নেতৃত্ব বিকাশের প্রধান উপকরণগুলোর অভাবে। যেমন, নারীর আইনগত অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতার অভাব, সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় ও সামাজিক বাধা-নিষেধ, নারীদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব ইত্যাদি কারণে স্থানীয় সরকারের নারী সদস্যদের নেতৃত্ব সবল হতে পারেনি। বেশকিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই কারণগুলো অপসারণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এই লক্ষ্যে কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।

তবে সারণি ৪ হতে লক্ষণীয় বিষয় হলো, গত ১৪ বছরে কেবল নারীকে লক্ষ্য করে উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধি না পেলেও জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকভাবে। জেন্ডার সংবেদশীল উন্নয়ন বরাদ্দ হতে নারী পুরুষ উভয়েই উপকার ভোগ করতে পারেন। এখানে ধরে নেওয়া যায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাল (১৯৯০-৯৫) থেকে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার নীতি গ্রহণ করার পর উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এমনভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে যা থেকে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীও উপকার ভোগ করতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য, নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে তখন, যখন দেশের উচ্চতম নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ আসনে নারী নেতৃত্ব দিয়েছে। গত ২২ বছর সময়কালে আমাদের দেশে দুজন নারী প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন যা কিনা দেশের উচ্চতম নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ আসন। তাই এখানে ধরে নেওয়া যায় যে, নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ সম্ভব হয়েছে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে।

নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের সবচাইতে বড় অর্জনটি হলো, প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ সময়কালের জন্য মধ্যমেয়াদি বাজেট (MTBF) প্রণয়ন সম্পন্ন করা। MTBF-এর বিশেষ দিক হলো দারিদ্র্য ও জেন্ডার উন্নয়নের উপর প্রতিটি প্রকল্পের কি প্রভাব পড়বে তার বিশ্লেষণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের Budget Call Circular (BCI)-এ জবাবদিহি করা। প্রকল্পটি অর্থমন্ত্রণালয়ের ছাড় পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না জবাবদিহিতা সন্তোষজনক হয়। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের জন্য এই ধরনের জবাবদিহিতা একটি অতি জরুরি উৎপাদক। জেন্ডার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে প্রণীত হয়েছে দেশের চলতি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের পর নারীর আর একটি বিশেষ জেন্ডার সংবেদনশীল অর্জন হচ্ছে, জেন্ডারভিত্তিক উপাত্ত প্রাপ্তি যা ছিল নারীর বহু বছরের দাবী। জেন্ডারভিত্তিক উপাত্ত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের একটি অতি জরুরি উৎপাদক। আজ ৪০টি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের কার্যক্রমের জেন্ডার বিভাজিত উপাত্ত রয়েছে। চলতি অর্থবছরে আরও একটি গুরুত্বপুর্ণ জেন্ডার সংবেদনশীল প্রাপ্তি হচ্ছে একটি জেলার (টাঙ্গাইল জেলা) জেলা বাজেট প্রাপ্তি। জাতীয় বাজেট হতে নারীকে তার যথাযথ হিস্যা পাওয়ার ক্ষেত্রে জেলা বাজেট শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে। কেননা আশা করা হচ্ছে, জেলা বাজেট প্রণয়নে প্রতিটি জেলার নারীদের ভিন্ন ভিন্ন সুবিধা-অসুবিধাগুলো প্রাধান্য পাবে।

তাছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারী ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি। বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হলো ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প। তাঁর শাসনামলেই জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয় "লেখাপড়ার বিনিময়ে খাদ্য" নামক আরও একটি উন্নয়ন প্রকল্প যার থেকে নারী শিশুরাই বেশি উপকৃত হয়েছিল, যেহেতু ঐ প্রকল্পে নারী শিশুকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া তিনি দশম শ্রেণি পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করেছিলেন যা পরবর্তীতে শেখ হাসিনা প্রধান মন্ত্রী হয়ে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করেছিলেন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তিনি ঘোষণা করেছেন চতুর্দশ শ্রেণি পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করবেন। এই দুই নারীর নেতৃত্বকালে প্রতি অর্থবছরেই শিক্ষা বাজেটে নারীর অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপনের সময় জেন্ডার বিভাজিত যে উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন তা থেকে দেখা যায় এবারের মোট শিক্ষা বাজেটে (উন্নয়ন+অনুন্নয়ন) নারীর অংশ ৪২.২৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বাজেটে ছিল ৩৬.৬৬ শতাংশ। তবে উন্নয়ন বাজেটে এই অংশ আরও বেশি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের শিক্ষা খাতের উন্নয়ন বাজেটে এই অংশ হিসাব করা হয়েছে ৬৩.২৬ শতাংশ। দেখা গেছে, বাজেটীয় পদক্ষেপ, বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূরীভূত হয়েছে। এখন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সমান সমান। আবার কোনো কোনো এলাকায় এই শিক্ষা স্তরে ছাত্রের চাইতে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। উচ্চ স্তরের শিক্ষায়ও ক্রমশ লিঙ্গ সমতা অর্জিত হবে যেহেতু চলতি অর্থবছরের বাজেটে স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই সবগুলো জেন্ডার সংবেদনশীল অর্জনের কৃতিত্ব অনেকাংশেই নীতি নির্ধারণের শীর্ষে আসীন দুই নারী নেত্রীর।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনও এই দুই নারীর নেতৃত্ব কালেই বেশকিছু দূর এগিয়েছে। অবশ্য জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধিও এই অর্জনের জন্য কৃতিত্বের দাবিদার। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপনের সময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার বিভাজিত যে উপাত্ত মহান সংসদে উপস্থাপন করেছেন তা থেকে দেখা যায়, এবারের মোট স্বাস্থ্য বাজেটের বরাদ্দ (উন্নয়ন+অনুন্নয়ন) হতে নারীর প্রাপ্তি ৫৩.০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বাজেটে ছিল ৪৪.২৫ শতাংশ। তবে উন্নয়ন বাজেটে এই অংশ আরও বেশি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বাজেটে এই অংশ হিসাব করা হয়েছে ৭০.৬৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বাজেটে ছিল ৫২.৮৩ শতাংশ। এই বর্ধিত বরাদ্দ মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে উচ্চ ইতিবাচক অবদান রেখেছে। কেননা বাংলাদেশ সরকারের মাতৃমৃত্যু জরিপ অনুযায়ী এখন দেশে প্রতি এক লক্ষ প্রসূতির মধ্যে ১৮০ জন প্রসূতির মৃত্যু হয়, যা ১৯৯০ সালে ছিল ৫৭০ জন। একটি জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য অনেকাংশেই নির্ভর করে মায়ের স্বাস্থ্যের উপর। একজন সুস্থ্য মা একজন সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারে এবং এই সন্তানই ভবিষ্যৎ জাতিকে মানব সম্পদ ও অর্থ সম্পদ উপহার দিতে পারবে। মায়ের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ জাতির উৎপাদনশীলতা। তাই একটি দেশের উৎপাদনশীলতার মূলে রয়েছে মাতৃস্বাস্থ্য। মাতৃস্বাস্থ্য দারিদ্র্য নিরসনেরও একটি শক্তিশালী উৎপাদক। তবে MDG (Milllennium Development Goal (MDG)-

এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০১৫'র মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ১৪৪ জনে নামিয়ে আনা। এই লক্ষ্যমাত্রাটি অর্জনে জাতীয় বাজেট এখনও বেশ কিছুটা পিছিয়ে আছে।

তবে নি:সন্দেহে অদূর ভবিষ্যতে MDG'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মাতৃস্বাস্থ্যকে লক্ষ্য করে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে চালু করা, কমিউনিটিভিত্তিক ধাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা, নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক প্রকল্প মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম এবং নগর পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প গ্রহণ করা, বর্ধিত হারে টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা ইত্যাদি। সংবাদ মাধ্যমে জানা যায়, ইতোমধ্যে ১২,২১৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে। আগামী অর্থবছরে আরও ১,২৮৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার পদে নিয়োগের ব্যাপারে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২,৯৯১ জন হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ করা হয়েছে। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ নারী ও বয়ো:সন্ধি প্রাপ্ত নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে আগামী অর্থবছরে।

তাছাড়া ২০১৩-১৪ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে গৃহীত 'হাসপাতালভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা' শীর্ষক প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা ব্যবহার করার আওতা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায়, বর্তমানে ৮০০টি হাসপাতাল এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোন সরবরাহ করা হয়েছে। টেলিমেডিসিন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে ৮টি হাসপাতালে। তাছাড়া এসএমএস-এর মাধ্যমে গর্ভাবস্থা সম্বন্ধীয় নানা তথ্যও সরবরাহ করা হয়, ৬৩টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে ১০ শয্যা হতে ২০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

গত কয়েকটি অর্থবছরে মাতৃস্বাস্থ্যকে লক্ষ্য করে আরও বেশকিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত নার্সের চাহিদা মেটানোর জন্য ৩টি নতুন নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হচ্ছে। কলেজ ও ইনস্টিটিউটের ছাত্রীদের জন্য হোস্টেলও নির্মাণ করা হচ্ছে। নারীর ওপর সহিংস আচরণ দমনের জন্য কয়েকটি বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে। এসিডদগ্ধ নারীদের জন্য একটি নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ অনেকাংশেই সম্ভব হয়েছে নারী সংসদ সদস্যদের উদ্যোগের ফলে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য কিংবা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের জন্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন একটি শক্তিশালী উৎপাদক।

৫। জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি শক্তিশালী উৎপাদক

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের জন্য যেমন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন একটি শক্তিশালী উৎপাদক, অপরদিকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটও হচ্ছে একটি শক্তিশালী উৎপাদক। কেননা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো যেমন, শিক্ষা, দক্ষতা, সম্পদে প্রবেশ, তথ্যে প্রবেশ, সর্বোপরি নিরাপত্তা বিশেষ করে চলাচলের নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে জাতীয় বাজেটে গৃহীত নানা প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গত কয়েকটি অর্থবছরে জাতীয় বাজেট যতই জেন্ডার সংবেদনশীল হয়েছে ততই এই উপকরণগুলো প্রদানের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি জরুরি উৎপাদক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে কেবল নারীর জন্য কিছু প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর হয়েছে। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য দূর হলেও ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে উচ্চ শিক্ষায়। দেখা গেছে, শিক্ষা স্তর যত উচ্চ হয়েছে ততই শিক্ষা বৈষম্য ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে, উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক অভাব নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে রেখেছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে মেয়েদের সংখ্যা বেড়েছে লক্ষণীয়ভাবে। কিন্তু দেখা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশেরই শিক্ষা অতি নিম্ন। নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা আসনে নারীর বিরুদ্ধে নারী প্রতিযোগিতা করেছিল বলেই তারা নির্বাচনে জয় লাভ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু পুরুষের বিরুদ্ধে নিম্ন শিক্ষিত নারী প্রতিযোগিতা করলে তাদের জয়ের আশা অতি ক্ষীণ।

লক্ষ করা গেছে, উচ্চ শিক্ষার অভাবের কারণে অনেক নির্বাচিত নারীই তাদের ইউনিয়নের নারীদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত পুরুষ সদস্যদের সিদ্ধান্তের উপরে নারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হয়নি। যে নারী সদস্যদের মাধ্যমিক শিক্ষার উপরে শিক্ষা আছে তারাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করাতে পেরেছেন। এখানে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নারীর শিক্ষা বৃদ্ধি করতে হবে যা সম্ভব হবে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে। স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের যে বাজেটীয় পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের এই প্রতিবন্ধকটি দূর করতে অনেক সহায়ক হবে।

গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে গৃহীত কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সামগ্রীর উপর শূন্য শুল্ক ব্যবস্থাটি অত্যন্ত জেন্ডার সংবেদনশীল যা নারীর তথ্য প্রযুক্তি গ্রহণ এবং তথ্য ভান্ডারে প্রবেশের পথ সুগম করেছে যা আবার আজকের বিশ্বায়িত জগতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি অতি জরুরি প্রয়োজন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কার্যকর ও দক্ষভাবে কম্পিউটার ব্যবহারের পূর্ব শর্ত। গত কয়েকটি অর্থবছরের বাজেটে এই শর্ত পূরণের জন্য একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে নারীকে ইংরেজি ভাষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য প্রত্যেক জেলা শহরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে সাধারণ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিভাবে ইংরেজিতে কথোপকথন করতে হয়। এই শিক্ষা তাদেরকেই বেশি সহায়তা দেবে যারা মানব সম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে বিদেশে যায় বিভিন্ন কর্ম গ্রহণের জন্য। এখানে সাধারণ ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় নারীর প্রবেশ সুগম ও সুলভ করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতি জরুরি।

৬। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য কিছু সুপারিশ

এই প্রবন্ধের আলোচনা হতে যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হলো, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন আগে না জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জন আগে? প্রথমেই উলেল্লখ করা হয়েছে এ দুটি বিষয়ই পরস্পর সম্পর্কিত। একটির অর্জন অন্যটির অর্জনকে পরস্পর সহায়তা করে। তাই এ দুটি বিষয়কে অর্জন করার জন্য যুগপৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবে এ দুটি বিষয় অর্জনের জন্য যুগপৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জরুরি প্রয়োজন হলো, এ দুটি বিষয়ের পরস্পর সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে গোটা সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এজন্য একযোগে কাজ করতে হবে দেশের সরকার, এনজিও, সুশীল সমাজকে এবং সর্বোপরি নারীগোষ্ঠীকে।

তবে বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা হতে এটা উপলব্ধি হয়েছে যে, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের একটি পূর্বশর্ত হলো নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হলে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জন তরান্বিত হয় যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বলে নারী নীতি নির্ধারকগণ সক্রিয়ভাবে জাতীয় বাজেট প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা হতে এটাও উপলব্ধি হয়েছে যে, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জন যতই তরান্বিত হয় ততই সহজ হয়েছে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন শক্তিশালী করার জন্য যথাযথ বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সচেতনভাবে সরকারকে বেশকিছূ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যা নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

ক) নারীর সম্পদে প্রবেশ শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য অতি জরুরি প্রয়োজন হলো নারীর সম্পদে প্রবেশ-শক্তি বৃদ্ধি করা। পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর এই শক্তি বৃদ্ধি করলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সবচাইতে বেশি অবদান রাখবে। কেননা এই উত্তরাধিকারের শক্তিতেই নারী একটি নির্বাচনী এলাকাতে তার আমিত্ব (belongingness) ফলাতে পারে। নির্বাচনী এলাকাতে নারীর belongingness-এর অভাব নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে একটি বিশেষ অন্তরায়। তাই পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারকে আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং বিধান রাখতে হবে যে, ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক এই আইনের আওতাভুক্ত হবে। নারীর সম্পত্তিতে প্রবেশ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য PRSP (দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র)'তেও উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার করার সুপারিশ করা হয়েছে। PRSP'তে আরও সুপারিশ হয়েছে, খাস ও চর জমিতে নারীর প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য আইন তৈরি করতে হবে। এই সুপারিশগুলো কার্যকর করার জন্য অবিলম্বে সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অবশ্য অতি সম্প্রতি ইসলামিক দান আইন 'হেবা' বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য করে একটি আইন পাশ হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে পিতামাতা অতি সামান্য রেজিস্ট্রেসন ফি'এর বিনিময়ে কন্যা/পুত্রবধু/মাতা/শাশুড়ী কিংবা অন্য কাওকে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি দান করতে পারবেন। কিন্তু দান একজন ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে পারে। তাছাড়া দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ একজন ব্যক্তিকে যথার্থভাবে ক্ষমতায়িত করার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে। তাই দান নয়, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারকে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

সম্পদে নারীর প্রবেশ সহজ করার জন্য ইতোমধ্যে monetary ক্ষেত্রে বিভিন্ন affirmative action গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, এই পদক্ষেপগুলো কার্যকর করতে ব্যাংকগুলো আগ্রহী নয়। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে আগ্রহী করার জন্য কিছু কর উৎসাহ দিতে হবে। যেমন- নারীকে যে পরিমাণ অর্থ জামানতবিহীন ঋণ দেওয়া হবে সেই পরিমাণ অর্থের উপর সব রকম কর সুবিধা প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নারীকে জামানতমুক্ত ঋণ দেবে সেই ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংককে কম পরিমাণ অর্থ reserve রাখার সুবিধা দেয়া যেতে পারে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন শক্তিশালী করার জন্য ব্যাপকভাবে উচ্চ প্রযুক্তিতে নারীর প্রবেশ ঘটাতে হবে। এজন্য প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষায় নারীর প্রবেশ সহজ করা। এই লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় নারীর জন্য উচ্চ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে এবং নারীর প্রবেশ অবৈতনিক এবং নিরাপদ করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

খ) নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি একটি জরুরি শর্ত। নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হলো, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে একজন ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। এ পর্যন্ত নারীর উন্নয়নের জন্য যত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীকে পরনির্ভরশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যার ফলে নারী স্বাধীনভাবে দাঁড়ানো কিংবা কোনো কিছু স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি সামান্যই পায়। অবশ্য সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অধিকার পেলে নারীর পরনির্ভরশীলতার মনোভাবটি অনেকটাই কেটে যাবে। একজন স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে নারীর মনোভাবটি আরও শক্তিশালী করার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে সচেতনভাবে নারীর agency'কে স্বীকার করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নারীর ব্যক্তি মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিক্ষা কারিকুলামে নারীর কন্যা-জায়া-জননী রূপের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রূপগুলোও তুলে ধরতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৌরবময় অবদান তুলে ধরতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বস্তরের নারীকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। অবশ্য ইতোমধ্যেই বিভিন্ন এনজিও নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ শুরু করেছে। যার ফলে গত নির্বাচনে নারী ভোটারের সংখ্যা অধিক ছিল। তবে এই সচেতনতা কর্মসূচি আরও শক্তিশালী করতে হবে যাতে নারী ভোট প্রদান করেই ক্ষান্ত হবেন না, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করবেন।

গ) নারীর চলাচলের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে হবে

স্বাধীনভাবে চলাচল রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি বিশেষ শর্ত। কিন্তু নিরাপত্তা না থাকলে, বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তা না থাকলে নারী এই শর্তটি পূরণ করতে সমর্থ হন না। কেননা আর্থ-সামাজিক অধস্তনতার কারণে এবং নানা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের কারণে নারী মুক্তভাবে চলাচল করতে পারেন না। স্বাধীনভাবে চলাচলের নিরাপত্তা থাকলে মহিলারা অধিক সংখ্যায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিতেও পিছু পা হবেন না। তাছাড়া গণসংযোগ যা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য আর

একটি জরুরি পূর্ব শর্ত, তার অর্জনও নারীর জন্য সম্ভব হবে যখন নারীর জন্য সহজ, সুলভ ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।

তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করার জন্য **নারীর চলাচলের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে হবে। এই লক্ষ্যে** জাতীয় বাজেটে সচেতনভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত, নারীর চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন ক্ষেত্রের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব বরাদ্দ রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, নারীকে পরিবহণ সুবিধা দিতে উৎসাহিত করার জন্য পরিবহণ ব্যবসায়ীদের কর-উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে শুল্ক মুক্ত বাস আমদানির সুবিধা দিতে হবে নারীকে পরিবহণ সুবিধা প্রদানকারী ব্যবসায়ীকে; তাকে আরও প্রণোদনা দেওয়ার জন্য সেই বাসের আয়ও একটি সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য কর মুক্ত রাখার বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) তথ্য ভান্ডারে নারীর প্রবেশ সহজ, সুলভ ও নিরাপদ করতে হবে

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জরুরি প্রয়োজন হলো তথ্য ভান্ডারে নারীর প্রবেশ শক্তি বৃদ্ধি করা, সহজ করা ও নিরাপদ করা। গত কয়েকটি অর্থবছরের বাজেটে Tax incentive'দেওয়ার ফলে নারীর জন্য বেশ কিছু তথ্য প্রযুক্তি (IT) স্কুল স্থাপিত হয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রে যা তথ্য ভান্ডারে নারীর প্রবেশ শক্তি বৃদ্ধি করতে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। তবে নারীর প্রয়োজনের তুলনায় এই স্কুলের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। তাছাড়া, এই স্কুলগুলোর বেশিরভাগই নগর কেন্দ্রিক। তাই ছোট শহর এবং গ্রামগঞ্জের মহিলাদের তথ্য ভান্ডারে প্রবেশের শক্তি অত্যন্ত সীমিত রয়েছে। যার জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে যে তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছে তার সুযোগ যথার্থভাবে গ্রামীণ নারীগণ গ্রহণ করতে পারছেন না। এই সম্পদে যথাযথ প্রবেশাধিকার পেতে হলে গ্রামীণ নারীকে তথ্যপ্রযুক্তি জানতে হবে যার জন্য প্রয়োজন গ্রামগঞ্জের নারীর জন্য তথ্যপ্রযুক্তি স্কুল স্থাপন করা। এই লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন ও রাজস্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গ্রামগঞ্জ পর্যন্ত মোবাইল সংযোগ সহজ ও সরল করতে হবে। গ্রামগঞ্জে তথ্যপ্রযুক্তি স্কুল স্থাপন করার জন্য বেসরকারি খাতকে বাজেটারী প্রণোদনা দিতে হবে।

ঙ) উচ্চ শিক্ষায় নারীর প্রবেশ সুগম করতে হবে

উচ্চ শিক্ষায় নারীর প্রবেশ সুগম করার জন্য বর্তমান সরকার স্নাতক স্তর পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করেছে। এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য ছাত্রীদের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো প্রদানের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

১. নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে;

২. চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;

৩. বেসরকারি পরিবহন ব্যবসায়ীদের ছাত্রীদের পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করার জন্য তাদের শুল্ক মুক্ত বাস আমদানি করার সুযোগ দিতে হবে এবং সেই বাসের আয়কেও কর মুক্ত রাখতে হবে।

৪. বিআরটিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বাসে কেবল ছাত্রীর জন্য হ্রাসকৃত টিকেট মূল্য থাকতে হবে।

৫. ছাত্রীদেরকে পরিবহনের সুবিধা প্রদান করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করার জন্য কর সুবিধা দিতে হবে।

৬. সর্বোপরি এই স্তরের ছাত্রীদের সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

জ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নারীর জন্য যে ৩০ শতাংশ পদ সংরক্ষিত করা হয়েছে তা যথাযথ পূরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দেখা গেছে, সচেতনতা, নিরাপত্তা, শিশুর দিবাযত্ন এবং কর্মজীবী নারীদের জন্য বাসস্থানের অভাবের কারণেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নারীর জন্য যে ৩০ শতাংশ পদ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এই অভাবগুলো পূরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া এইসব প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে যোগ্য নারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিচালন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

চ) বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে হবে

বাল্য বিবাহ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। কোনো নারী বা পুরুষ ১৮ বৎসর বয়সের পূর্বে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হন না। অথচ বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীরই বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বৎসর বয়সে পৌঁছানোর পূর্বেই। ইউনিসেফের বিশ্ব শিশু বিষয়ক প্রতিবেদন ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬৪ শতাংশ নারীর বিয়ে হয় ১৮ বৎসর বয়সে পৌঁছার পূর্বেই, যদিও ১৯৮৪ সালেই বাংলাদেশ সরকার নারীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য করেছিল ১৮ বৎসর এবং পুরুষের জন্য ২১ বৎসর। বাল্যবিবাহ কেবল বাল্যবিবাহেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দেখা গেছে, যাদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়, তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশই প্রথম মা হন ১৯ বছর বয়সে পৌঁছার আগেই। তাই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হওয়ার পূর্বেই বাংলাদেশের নারীকে নানা সামাজিক দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয় যা তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাল্য বিবাহ বন্ধ করা জরুরি। এই ক্ষেত্রে যেহেতু বিবাহের ন্যূনতম বয়সের আইনটি কার্যকর করা যাচ্ছে না সেহেতু ১৮ বছরের পরে কন্যাকে বিবাহ দিতে পিতামাতাকে উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে। এই প্রণোদনা প্রদানের জন্য জাতীয় বাজেটে একটি থোক বরাদ্দ রাখতে হবে।

ছ) নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী সদস্যের সিংহভাগই মনোনীত সদস্য। মনোনীত নারী সাংসদদের তৃণমূল নারীর সঙ্গে অতি সামান্যই যোগাযোগ থাকে। মনোনীত অনেক নারী সংসদ-সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে, তারা নারীর চাহিদা সম্বন্ধে বা কোনো অঞ্চলের নারী কি ধরনের অসুবিধা ভোগ করছেন, সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। এজন্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নারীর বাস্তব প্রয়োজনের মিল থাকে না। এই কারণে অনেক প্রকল্পের কর্মকাণ্ডই নারীর জন্য কাঙ্ক্ষিত উপকার আনতে পারেনি। তাই প্রকৃতই রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়ার জন্য নারীকে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসতে হবে।

বহুদিন ধরেই নারীনেত্রী ও নারী সংগঠনগুলো সংরক্ষিত আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচনের দাবী করে আসছিলেন। সরকারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সংরক্ষিত আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচনের। অনতিবিলম্বে সরকারকে এই প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে।

জ) সংসদের সাধারণ আসনগুলোর অন্তত ২৫ শতাংশ আসনে নারীকে মনোনয়ন দিতে হবে

রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবী করা হচ্ছে তারা যেন সাধারণ আসনগুলোর অন্তত ২৫ শতাংশ আসনে নারীকে মনোনয়ন দেন। ২০০৮-এর সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মোট ৫৭ জন নারীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। তারমধ্যে এক তৃতীয়াংশই (১৯ জন) বিজয়ী হয়েছিলেন। তাই সরাসরি নির্বাচনে নারীরা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যাবেন, এই ভয়টি অমূলক।

ঝ) WID Focal Pointদের সমর্থতা বৃদ্ধি করতে হবে

প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডে নারী বিষয়টি সম্পৃক্ত করার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একজন WID Focal Point নিয়োজিত করা হয়েছে। WID Focal Pointগণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের এক বিশেষ রূপ। কিন্তু দেখা গেছে, Focal Pointগণ তাদের দায়িত্ব পালনে সমর্থ হননি। Focal Point দের সঙ্গে আলাপ করে দেখা গেছে, তারা জানেই না তাদের কি করণীয়। নারীর উন্নয়ন ও উন্নয়নে নারীর (WID) ভূমিকা সম্পর্কিত কোনো দায়িত্বই তাদেরকে ভাগ করে দেওয়া হয়নি। তবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে মনে হয়েছে WID বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তারা জানেন না নারীর উন্নতির জন্য কি কি প্রয়োজন অথবা উন্নয়নে নারীর কি ভূমিকা। এই অসচেতনতার কারণে তাদের কাছ থেকে কোনো দাবীই উঠে না। একই কারণে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে না। Focal Point দের শক্তিশালী করার জন্য তাদেরকে WID বিষয়টির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে।

ঞ) National Council for Women's Development (NCWD)-এর নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার WID কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন ও তদারক করার জন National Council for Women's Development (NCWD) শীর্ষক এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেছে, এই কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না। এই কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে হবে। কেননা এই সভার আলোচনা হতে উঠে আসবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের গুরুত্ব এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কি কি উপকরণ প্রয়োজন ও কিভাবে এই উপকরণগুলো অর্জন করা যায়।

ট) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ কার্যকর করতে হবে

নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর একটি বিশেষ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যটি অর্জন করার জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ যথাযথ কার্যকর করতে হবে।

ঠ) জাতীয় বাজেটে কিছু Technical Assistance Programme রাখতে হবে

সর্বশেষ সুপারিশটি হলো. জাতীয় বাজেটে কিছু Technical Assistance programme রাখতে হবে যাতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে একটি গভীর ও বিস্তৃত গবেষণা গ্রহণ করা যায় যার মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকগুলো আরও যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাবে এবং তা অপসারণের জন্য কার্যকর পথ খুঁজে বের করা হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Budlender, Debbie, R. Sharp and K. Allen (2001): *How to do a Gender-sensitive Budget Analysis: Contemporary Research and Practice,* Australian Agency for International Development and the Commonwealth Secretariat.

——— Debbie (1998): The South African Women's Budget Initiative, Community Agency for Social Enquiry, Cape Town, South Africa.

Elson, D. (1997): "Gender-Neutral, Gender-Blind, or Gender-Sensitive Budgets?: Changing the Conceptual Framework to Include Women's Empowerment and the Economy of Care," Preparatory Country Mission to Integrate Gender into National Budgetary Policies and Procedures, London: Commonwealth Secretariat.

Hossain, Naseem Akhter (2013): "Electoral System:Bangladesh Perspective, Women, Minority and People on the Extreme Margin," a paper presented in a seminar organised by Bangladesh Nari Pragoti Sangha (BNPS), held on 27th April.

Ministry of Finance (various years): *Annual Financial Statement* (Budget estimate) FY2009-2010, FY2010-2011, 2011-12, FY2012-13, Finance Division, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.

Ministry of Finance (various years): *Budget in Brief* (on the basis of existing taxes), Annual Budget (from Fiscal year1997-1998 to Fiscal year 2013-2014), Ministry of Finance, Finance Division, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.

Paul-Majumder, Pratima, Atiur Rahman and Zulfiqar Ali (2003): "Enabling Women to Contribute to Economic Growth: An Analysis of Allocation in the National Budget of Bangladesh," in Rushidan Islam Rahman (ed) *Performance of the Bangladesh Economy: Selected Issues,* Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

Paul-Majumder, Pratima (2002): "Women's Share in National Budget of Bangladesh," *Empowerment* a Quarterly Journal of Women for Women, A research and Study Group, Dhaka, Bangladesh.

Planning Commission (various years): *Annual Development Programme (ADP)*, (from Fiscal year 2001-2002 to Fiscal year 2013-14, Programming Division, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. '

অর্থ মন্ত্রণালয়: *জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪*, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রতিমা পাল-মজুমদার (২০১২): সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সফলতার ব্যাপ্তি, BNPS.